একক ৭ ❐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার (Academic Libraries)

গঠন

৭.১ প্রস্তাবনা
৭.২ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
৭.২.১ উদ্দেশ্য
৭.২.২ সংগ্রহ
৭.২.৩ কার্যাবলি
৭.৩ মহাবিদ্যালয়ের বা কলেজ গ্রন্থাগার
৭.৩.১ উদ্দেশ্য
৭.৩.২ সংগ্রহ
৭.৩.৩ কার্যাবলি
৭.৪ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
৭.৪.১ উদ্দেশ্য
৭.৪.২ সংগ্রহ
৭.৪.৩ কার্যাবলি
৭.৫ অনুশীলনী
৭.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রস্তাবনা

প্রকৃতি থেকেই বোঝা যায় যে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করার পথে বিশেষ গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রধান উপজীব্য বিষয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম গ্রন্থাগার থেকে বিদ্যালয়ের ছোট গ্রন্থাগার পর্যন্ত তাদের অবস্থান। শিশু পাঠশালার ছোট ছোট শিশুদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গ্রন্থাগারের যে ভূমিকা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংখ্যক স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগারেরও একটি উদ্দেশ্য পূরণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে যেসব বিষয়ে পাঠদান করা হয় ও যেসব বিষয়ের ওপর গবেষণা চালানো হয়, তাঁর ওপর ভিত্তি করে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও কাজের ধারায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবু গ্রন্থাগারের প্রাথমিক প্রয়োজন হল শিক্ষক ও ছাত্রদের অভাব মেটানো। তবে, সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলা যায় ঃ

১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি ও সদস্যদের সাংস্কৃতিক ও সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজন মেটানো ;

২. উপযুক্ত পর্যায়ে সহায়কারী উপাদান সরবরাহ করা ;

৩. ব্যবহারকারীদের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পুস্তক যোগান দেওয়া ;

৪. পাঠকদের চাহিদা এবং শিক্ষা বিষয়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবার যথাযথ উন্নতি ঘটানো সম্ভব ;

৫. বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীদের বই ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা ;

৬. একটি কার্যকরী সংবাদ পরিবেশন পরিষেবা গড়ে তোলা।

বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাতত্ত্ব ও আধুনিক অগ্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যপূরণ করার পদ্ধতি ও গ্রন্থাগারে প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তার সচেতন থাকা উচিত।

৭.২ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের দোলনা স্বরূপ। এটি শিশুদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে ও তাদের অপুষ্ট মনকে আলোকিত করে। একথা মনে রেখে Secondary commission-এর প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়েছে যে, "একটি ভালো গ্রন্থাগার ছাড়া কোনো বিদ্যালয় চলতে পারে না, যেটি বিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র এবং একটি পরীক্ষাগার বা ওয়ার্কশপ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে ভূমিকা পালন করে, গ্রন্থাগারও বিদ্যালয়ের জন্য তেমন।" বৌদ্ধিক প্রত্যাখ্যান মোকাবিলা করার জন্য গ্রন্থাগারিককে সর্বদা এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে বালক-বালিকাদের উন্নতি ও বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য গ্রন্থাগারকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে।

৭.২.১ উদ্দেশ্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হল বই-এর প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা, বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাত্রদের শিক্ষালাভ ও শিক্ষকরা শিক্ষাদান করার মতো সব উপাদানের যোগান দিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। গ্রন্থাগারিক ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ের পড়াই নয়, আনন্দের জন্য, সাধারণ জ্ঞান ও মনোরঞ্জনের জন্যও পড়া দরকার। শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে গ্রন্থাগারিককে শিক্ষণ সংস্কৃতির ধারাবাহিক উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারিকের শিক্ষক ও প্রশাসকদের সঙ্গে একত্রে বসে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। অঞ্চল বিশেষের সমাজজীবনে গ্রন্থাগার প্রকল্পের পরিকল্পনা সার্বিক উন্নয়নের জন্য তার অন্যান্য গ্রন্থাগারিক ও গোষ্ঠী নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত।

৭.২.২ সংগ্রহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বই ও অন্যান্য শিক্ষা ও পাঠদান সংক্রান্ত সম্ভারের ভাল সংগ্রহ থাকা দরকার। সংগ্রহে ছবির বই, মহাপুরুষ ও বিদূষী রমণীদের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ও হাসির বই, উপকথা ও পশুপাখী সম্বন্ধীয় বই থাকা উচিত। সহায়িকা পুস্তক, শিশুদের জন্য সাময়িক পত্রিকা, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ, যেমন চলচ্চিত্র, ভিডিও ক্যাসেট, মডেল, চার্ট, ফটোগ্রাফ এবং খেলনা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাঠ্য পুস্তকের বিপুল সম্ভার, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, খেলাধূলা সংক্রান্ত বই, অভিধান, বিশ্বকোষ, ইয়ারবুক, ডিরেকটারি ইত্যাদির মত প্রথাগত সাহায্যকারী গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, শ্রবণ দর্শনের সামগ্রী এবং এ ধরনের আরও কিছুর প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ থাকা দরকার।

৭.২.৩ কার্যাবলি

বিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ের কিছু ইতিবাচক কাজ আছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যে বিষয়ে পড়ানো হয় যে বিষয়ের পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সামগ্রীর যোগান দেওয়া উচিত। পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ, আগ্রহ সঞ্চার ও বৃদ্ধি করার জন্য সবধরণের সামগ্রীর যোগান করা এবং নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করতে গ্রন্থাগার ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবা বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প নয়, তবে বিদ্যালয়ের এটি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর সহায়ক পুস্তক, সূচক ও ক্যাটালগের মাধ্যমে সংবাদ ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো যেতে পারে। শিক্ষা প্রসারের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ছাত্রদের সাহায্য করতে পারে—কীভাবে গ্রন্থাগার ও তার অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যবহার করা উচিত, কীভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় এবং কীভাবে পড়াশোনা করতে হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্রদের মধ্যে সাধারণভাবে পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষা জীবনভর চলতে থাকে, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের সারা জীবনের জন্য তৈরি করে দেয়। কর্তৃপক্ষ যদি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ভালভাবে বুঝতে না পারে তবে একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এতসব করা সম্ভব নয়।

৭.৩ মহাবিদ্যালয়ের বা কলেজ গ্রন্থাগার

সব মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, সব ধরনের ব্যবহারকারী, অর্থাৎ গবেষণারত শিক্ষক থেকে শুরু করে নবাগত ছাত্র পর্যন্ত সকলের সবরকম বৈধ চাহিদা পূরণ করা। এই গ্রন্থাগার কলেজের সব সদস্যদের সব ধরনের সহায়িকা পুস্তক ও গবেষণার সামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে। কলেজের চৌহদ্দির ভেতরে যেসব কাজ হয়, সেগুলির গতি ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রন্থাগার গতি সঞ্চার করে থাকে।

৭.৩.১ উদ্দেশ্য

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার যুব ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় ভালভাবে বুঝতে, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর দায়িত্ব বহন করতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগারের ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে ক্যাটালগ, গ্রন্থপঞ্জি, সূচক, বই ও অন্যান্য বস্তুর অবস্থান সম্বন্ধে জানা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার পর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করতে পারে।

৭.৩.২ সংগ্রহ

ছাত্র ও শিক্ষকদের এবং পড়াশোনা ও তার বাইরের নানারকম কাজের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পড়া ও পড়ানোর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগ্রহ গড়ে তুলতে হয়। সংগ্রহের জন্য নির্বাচন ও উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষার দর্শন, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ছাত্রসংখ্যা ও তাদের প্রকৃতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ও গবেষণা কাজের জন্য যা যা প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিষেবার বিস্তারের কথা সর্বদা গ্রন্থাগারের বিবেচনার মধ্যে থাকতে হবে। সংগ্রহের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, অনুমোদিত পুস্তক, শিক্ষকদের জন্য উন্নতমানের বই, অনেক সংখ্যক সহায়কারী গ্রন্থ এবং উচ্চমানের সাময়িকপত্র। মাইক্রোরেডিয়াস, দর্শন-শ্রবণ যন্ত্র, ফটোকপি যন্ত্র, কম্প্যুটার যোগে শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার যন্ত্র, হার্ডওয়ার চালানো ও সেইসঙ্গে মেরামতির সুবিধা, সফটওয়ারের প্রয়োগ, ইন্টার ফেস, সষ্টওয়ার ও আন্তর্জাল সংযোগ ব্যবস্থা, Modems ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রসমূহ, CD-Rom ব্যবহার করার মতো প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি গ্রন্থাগারের থাকা উচিত।

৭.৩.৩ কার্যাবলি

কলেজ গ্রন্থাগারের কাজ হল তিন ধরনের যথা—প্রথম, কলেজ সদস্যদের প্রতি পরিষেবা ; দ্বিতীয়, ছাত্রদের প্রতি এর কর্তব্য এবং তৃতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপারে সমাজে প্রতি এর ইতিবাচক দায়বদ্ধতা।

১. কলেজের সদস্যদের প্রতি এর পরিষেবা ঃ কলেজের সদস্যরা তিন স্তর থেকে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে। যেমন, পাঠ্যবই-এর স্তর, সংরক্ষিত বই-এর স্তর এবং স্বাধীন পাঠের স্তর।

প্রথম স্তরে গ্রন্থাগার ছাত্রদের তাদের পাঠ্যবই-এর যোগান দিয়ে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় স্তরে গ্রন্থাগার আরও কিছু অথবা বেশি পরিমাণে কিছু অত্যাবশকীয় বই সংরক্ষিত করে রাখে যা থেকে ছাত্ররা কয়েকটি করে নিয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয় স্তরে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করা হয় এক ধরনের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যা বিশেষ করে গ্রন্থাগারের চেয়েও বেশি পরীক্ষাগারের (Laboratory) সঙ্গে যুক্ত। 'গ্রন্থাগারের এ ধরনের ব্যবহার' হল 'গ্রন্থাগারের স্বাধীন ব্যবহার'। এটি এক ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া যেখানে পরীক্ষাগারে বায়লজি বা রসায়নের ছাত্ররা নিজেদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোনো চারগাছ বা প্রাণীর ওপর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পর তার বৃদ্ধির মাত্রা বা প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু বক্তৃতা না শুনে ছাত্ররা গ্রন্থাগারে এসে নির্বাচন, স্থানান্তর, সংগঠন ও এ ধরনের খবরাখবরের মূল্যায়ন করতে পারে যেগুলি শ্রেণিকক্ষের আলোচনার সময় দরকার হয়। শুধু পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্জন করাই নয়, বরং পার্থক্য করা ও সমীক্ষা করার ক্ষমতাকেও জোরদার করাই এর উদ্দেশ্য।

২. ছাত্রদের প্রতি পরিষেবা ঃ ছাত্রদের একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় ; অল্প সময়ের জন্য তাদের স্বাগত জানানো উচিত। ছাত্রদের প্রতি পরিষেবা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঃ

—গ্রন্থাগারের পূর্ণ ব্যবহার,

—বিশেষ কোনো বিষয়ের জন্য পাঠ্যবিষয়ের তালিকা পেশ করা,

—সরাসরি ধার দেওয়া ইত্যাদি।

৩. জাতির প্রতি কর্তব্য ঃ কলেজ গ্রন্থাগারের একটি কাজ হল রাষ্ট্রের নেতাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ দেওয়া যারা দেশের বৌদ্ধিক জীবন, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ব্যবহারিক উন্নতিকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৭.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

ডোনাল ডেভিনসন (Donal Davinson) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়কে আত্মা বলে মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি সূর্য হয়, তার চারিদিকে শিক্ষাদান, গবেষণা গ্রহের মতো ঘুরে চলেছে। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন তাদের প্রতিবেদনে এই গ্রন্থাগারকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়' বলে প্রশংসা করেছেন, ও 'পড়ুয়াদের কারখানা', 'পণ্ডিতদের ল্যাবরেটরি' বলে উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রস্থলে একটি ভাল গ্রন্থাগার না থাকলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই সফল হতে পারে না।

৭.৪.১ উদ্দেশ্য

প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণার কার্যসূচীকে সমর্থন করা। এই উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মহত্ত্বের স্তরে পৌঁছে যায় যখন মানুষের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জাতির নেতা তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সাহায্য করে এবং আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও পথপ্রদর্শক, যারা ইতিহাস সৃষ্টি করে, তাদেরকে উৎসাহিত করে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগারের সমর্থনকে নিচের ধরনে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) জ্ঞান ও ভাবনার সংরক্ষণ

(খ) শিক্ষাদান

(গ) গবেষণা

(ঘ) প্রকাশন

(ঙ) পরিবর্ধন পরিষেবা

চ) ব্যাখ্যা করা।

৭.৪.২ সংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাবার মতো উপকরণও সেই সঙ্গে সব বিষয়ের উচ্চস্তরীয় বিদ্যাচর্চার জন্য গভীরতা ও প্রসারতা থাকা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ থাকা দরকার। এই সংগ্রহ সব বিষয়ের ওপরই থাকতে হবে। এর মধ্যে সাধারণ সংগ্রহ, দুর্লভ গ্রন্থ, সংবাদপত্র ও সাময়িকী, সরকারি প্রকাশন, বিশেষ ধরনের উপকরণ, যেমন গবেষণা পত্র, ডিসার্টেশন, পাণ্ডুলিপি, দস্তাবেজ, সংবাদ সংগ্রহ, মানচিত্রের সরঞ্জাম, শ্রবণ ও দর্শন সামগ্রী, এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি যেমন ডিস্ক, টেপ রেকর্ডিং, ফিল্‌ম, ভিডিও টেপ, ফটোকপি এবং উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় কম্প্যুটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, CD-Rom ইত্যাদি।

৭.৪.৩ কার্যাবলি

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে আর্থার টি. হ্যামলিন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কাজের মধ্যে জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষণ একটি প্রধান কাজ এবং এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্যকে সে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। হ্যামলিনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তিনটি প্রধান কাজ হল ঃ জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের পরিবর্ধন (গবেষণা), এবং জ্ঞান বিতরণ (শিক্ষাদান)।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান কাজকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

১. শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান, গবেষণা এবং প্রকাশনার জন্য বহু বিস্তৃত বিষয়ের ওপর সংগ্রহ গড়ে তোলা ;

২. অনুবাদ ও ফটোকপির মতো উপাদান সহজে পাবার ব্যবস্থা করা। আরও দক্ষ পরিষেবা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কখনো কখনো আন্তর্গ্রন্থাগার পুস্তক-ঋণের কর্মসূচি, সমবায় ও কেন্দ্রীয় ক্যাটালগিং এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থপঞ্জিকরণ পরিষেবার সমসাময়িক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৩. বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংগঠিত করে এই গ্রন্থাগার বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণ করার মতো অমূল্য কাজ করে থাকে যা শিক্ষাদান, গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বর্ধিত পাঠক্রম, ডাকযোগে শিক্ষাদান, কৃষকদের জন্য কৃষি প্রদর্শনী, প্রকাশন, সহযোগিতামূলক গ্রন্থপঞ্জি, সহায়কারী

গ্রন্থ, সংবাদ ও পুনর্মুদ্রণ সেবা, বেতার ও দূরদর্শন কর্মসূচি গোষ্ঠী মনোরঞ্জন, নাটক, সংগীত, কলা ভিশুয়াল শিক্ষা, শিশুমঙ্গাল, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় তার সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তি ও সমগ্র সমাজের শিক্ষাবিস্তারে মহৎ অবদান রাখছে।

৪. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সফলতার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার ডকুমেন্টেশন ও সংবাদ পরিষেবা সংগঠন করে থাকে।

৫. শিক্ষক ও গবেষণা কর্মীদের সাহায্যদানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাদান কাজের অংশ নিয়ে থাকে।

৭.৫ অনুশীলনী

১. বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাধারণ উদ্দেশ্য বিবৃত করুন।

২. বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

৩. কলেজ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীদের বিবরণ দিন।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মুখ্য কাজগুলির বর্ণনা দিন।

৭.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Davinson, D. : Academic and Legal deposit Libraries, 2nd ed., London, Clive Bingley, 1969.

২. Deshpande, K. S. : University Library System in India, New Delhi, Sterling-1985.

৩. Jolley, L : The Function of a University Library. Journal of Documentation 1962, 18(3), 133-142.

৪. Ranganathan, S. R. : New education and School Library, Vikas, 1972.